গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৪

নগরীতে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৩ উদযাপিত

রাজশাহী; ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে):

আজ রবিবার (২৯ মে) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস। দিবসটিতে এবারের মূল প্রতিপাদ্য-'আমার মাঝে শান্তির সূচনা'। এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

এ উপলক্ষ্যে আজ সকালে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) আয়োজনে রাজশাহী কলেজ অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি আব্দুল বাতেন। সভায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য ডা. মো. আব্দুল মান্নান, রাজশাহী ডিজিএফআই এর ডিএস কর্নেল জোবায়ের আহমেদ, রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক বক্তৃতা করেন। দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরে সভায় বক্তারা আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বক্তারা বলেন, শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ একটি গৌরবের নাম, একটি রোল মডেল। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় জাতিসংঘ গভীরভাবে আমাদেরকে স্মরণ করে। আমরা বিশ্বে শান্তির দূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। বিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

তাঁরা বলেন, একটি স্বাধীন দেশের বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনগণ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব– এই উপাদানগুলো থাকলে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়; এরপর যে উপাদান প্রয়োজন তা হলো শান্তি। আমাদের দেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের সর্বত্র সফলতার সঙ্গে সেই শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে।

সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের প্রতিটি বাহিনী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে জানিয়ে তাঁরা বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতে সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তাহলে টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই; অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৮৪ হাজার বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী হিসেবে কাজ করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে শান্তিরক্ষী মিশনে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন ১৬৪ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১২৯ জন, বাংলাদেশ পুলিশের ২২ জন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১৪ জন ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ৪ জন শহীদ হন। এ পর্যন্ত আহত হয়েছেন ২৪৯ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২২৫ জন, বাংলাদেশ পুলিশের ১২ জন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৬ জন ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ৬ জন আহত হন। আহতদের কেউ কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শাহাদতবরণকারী শান্তিরক্ষীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর আগে দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালি মহানগনরীর আরডিএ মার্কেট থেকে বের হয়ে রাজশাহী কলেজ অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়।

.....
তৌহিদ/সিকান্দার/সাইদুর/২০২৩/২০.০০ঘ.

টেলিফোন : সংবাদকক্ষ : ঢাকা - ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮; চট্টগ্রাম - ০৩১-২৫২১৩৬১; খুলনা - ০৪১-৭২০৭৪৯; রাজশাহী -০৭২১-৭৭২৩৩৯
ফ্যাক্স : ঢাকা-৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৫৫৩; চট্টগ্রাম - ৭১০১০২; খুলনা - ৭২০৮৫৩; রাজশাহী - ৭৭২৩৩৯
ই-মেইল : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com; ওয়েবসাইট : www.pressinform.gov.bd